বাদল পিকচার্সের নিবেদন

তারাশঙ্করের

আগুন

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

অসিত সেন

সঙ্গীত · হেমন্ত মুখার্জী

বাদল পিকচার্সের নিবেদন

তারাশঙ্করের

আগুন

প্রযোজনা : রাখালচন্দ্র সাহা

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : অসিত সেন

সঙ্গীত : হেমন্ত মুখার্জী

গীত রচনা : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও
গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

চিত্রগ্রহণ	: অনিল গুপ্ত	রূপসজ্জা	: শৈলেন গাঙ্গুলী
সম্পাদনা	: তরুণ দত্ত	দৃশ্যপট	: চ্যাটার্জী ও কয়েল
ব্যবস্থাপনা	: সুখময় সেন	প্রচার সচিব	: ধীরেন মল্লীক
শব্দগ্রহণ	: বাণী দত্ত	স্থির চিত্র	: ক্যাপস্
শিল্প-উপদেষ্টা	: প্রীতিময় সেন (এঃ)	পরিচয় অঙ্কন	: দিগেন ষ্টুডিও
শিল্প নির্দ্দেশনা	: বিজয় বোস	আলোক সম্পাত	: হরেন গাঙ্গুলী
শব্দ-পুনঃগ্রহণ	: সতোন চ্যাটার্জী	সঙ্গীত-গ্রহণ	: শ্যামসুন্দর

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ও, সি, গাঙ্গুলী ও আর্কিয়লজিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট গভর্মেণ্ট অব ইণ্ডিয়া

সহকারী

পরিচালনায়	: অমিত সরকার পার্থপ্রতিম চৌধুরী, অজয় বিশ্বাস	ব্যবস্থাপনায়	: যোগেশ, রাম
		সাজসজ্জায়	: বৈজুরাম
চিত্রগ্রহণে	: জ্যোতি লাগা, কেষ্ট মণ্ডল	রূপসজ্জায়	: নৃপেন চট্টোপাধ্যায়
শব্দগ্রহণে	: ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচু মণ্ডল	সম্পাদনায়	: প্রশান্ত দে

আলোক সম্পাত : সুধীর, অভিমন্যু, দুর্গা, সুদর্শন, অবনী।

নেপথ্য কণ্ঠে

হেমন্তকুমার, সন্ধ্যা মুখার্জী

রূপায়ণে

সন্ধ্যারাণী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অনিল চ্যাটার্জী, নির্মল কুমার, কণিকা মজুমদার, সন্ধ্যা রায়, পাহাড়ী সান্যাল, রবি ঘোষ, ভুবন চৌধুরী, ৺তুলসী চক্রবর্তী, কল্পনা ব্যানার্জী।

ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে আর, সি, শব্দযন্ত্রে গৃহীত

ও

কৃষ্ণকিঙ্কন রায়ের তত্বাবধানে বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

একমাত্র পরিবেশক : জি, আর, পিকচার্স

কাহিনী

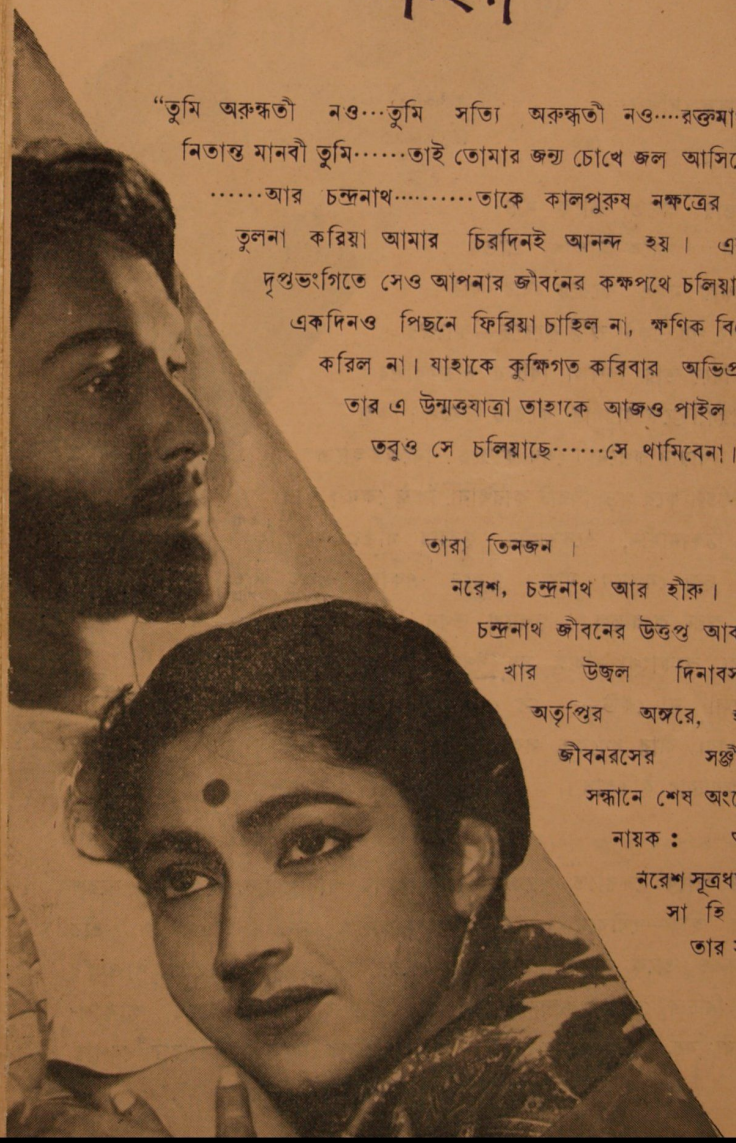

"তুমি অরুন্ধতী নও···তুমি সত্যি অরুন্ধতী নও····রক্তমাংসের নিতান্ত মানবী তুমি·····তাই তোমার জন্য চোখে জল আসিতেছে ·····আর চন্দ্রনাথ·····তাকে কালপুরুষ নক্ষত্রের সঙ্গে তুলনা করিয়া আমার চিরদিনই আনন্দ হয়। এমনই দৃপ্তভংগিতে সেও আপনার জীবনের কক্ষপথে চলিয়াছে। একদিনও পিছনে ফিরিয়া চাহিল না, ক্ষণিক বিশ্রাম করিল না। যাহাকে কুক্ষিগত করিবার অভিপ্রায়ে তার এ উন্মত্তযাত্রা তাহাকে আজও পাইল না। তবুও সে চলিয়াছে·····সে থামিবেনা।"

তারা তিনজন।

নরেশ, চন্দ্রনাথ আর হীরু।

চন্দ্রনাথ জীবনের উত্তপ্ত আকাংখার উজ্জ্বল দিনাবসানে অতৃপ্তির অঙ্গরে, হীরু জীবনরসের সঞ্জীবণী সন্ধানে শেষ অংকের নায়ক : আর নরেশ সূত্রধার।

সা হি ত্য তার সূত্র

সেই সূত্র দেখি·····

প্রতিভার অন্ধতা তাকে নীচ করেনি। তাকে আকাশ প্রতিম প্রতিকায় মহত করেছে বার বার। একটার পর একটা সৃষ্টি করেছে—কাজের মধ্যে দিয়ে তার বিশাল বিচিত্র চরিত্রবৃত্তির আগ্নেয়দীপ্তিকে বারবার করেছে উজ্জ্বল ; কিন্তু তৃপ্তি পায়নি কখনো। শেষ করেছে নিজের হাতে তিল তিল করে গড়া বিরাট কারখানা, কিন্তু কেন ? তার এই ঠিকানাহীন, উদ্দেশ্যহীন, দুর্ব্বার গতির সঙ্গে কি করে ছন্দ মেলাবে মীরা! দুজনে একদিন একই সঙ্গে চলা সুরু করেছিল। দুপাশে তখন ছিল শুধু আকাংখা—অদম্য আকাংখা—কিন্তু সব যখন হলো চন্দ্রনাথকে থামাতে পারলো না কেউ— সে এগিয়ে গেল আরও ·····আরও। ধ্রুবতারা আর ধূমকেতু সবাইকে পেছনে ফেলে কালপুরুষ নক্ষত্রের অগস্তযাত্রার ইতিহাস।

কেউ তাকে ফেরাতে পারেনি—ছেলেবেলায় দাদা-বৌদি, কৈশোরে নরেশ আর হীরু—যৌবনে তার জীবনসঙ্গিনীও নয়। এমনকি তার সন্তানও তাকে বাঁধতে পারেনি সংসারের স্নিগ্ধছায়ায়। চাওয়া পাওয়া'র কী বিচিত্র বেদনা চন্দ্রনাথের! আর হীরু-যাযাবরী! বনের আকাশ-মঞ্জরী নয়, যার দু'চোখের মণি জ্বলে বিলের জলে সাপ ধরার নেশায়

সেই যাযাবরীও ধরা পড়ে হীরুর জীবন দর্পনের সহজিয়া মন্ত্রে! কিন্তু সংসারের সহজ সীমানা যাযাবরীর জন্য নয়—এই নিষ্ঠুর সত্যকে যেদিন উপলব্ধি করে যাযাবরী, যে দিন নরেশ'কে বলে,—"আমি চিত্রাঙ্গদা নই। আমি যাযাবরী বাবু!" ঠিক তেমনি করে একদিন মীরাও বলেছিল নরেশকে—"আমি অরুন্ধতী নই, আমি মীরা·····। মীরার ছিল সব —তার কীর্ত্তিমান চন্দ্রনাথ, তার সংসার, তার খোকন—কিন্তু কে দেবে তার উত্তর ?

হীরু'ও উত্তর খুঁজেছিল জীবনের—কিন্তু ভুল পথে চলার দিন তারও ফুরোল ; বুকে যক্ষার বীজ আর ঠোঁটে মদের নেশা নিয়ে তার শেষ সংলাপ ঃ

"পশ্চিম জয় করতে চলেছি বন্ধু। কিন্তু যাবার আগে একবার আমি চন্দ্রনাথের কাছে যেতে চাই নরু।"

এক বিকেলের শেষে সন্ধ্যা এল কোলকাতায়। আকাশে কালপুরুষ নক্ষত্রের বলিষ্ঠ আলোকাভিসারে ; নরেশ হঠাৎ যেন আবিষ্কার করলো চন্দ্রনাথকে।

কিন্তু একি !

অর্থ-কীর্তি-যশ-সম্মান যার সব ছিল—সব থাকতে পারতো তার আজ একি সপ্রতিভ স্বীকারোক্তি :

"সব ভুল হিসেব করেছিলাম নরু। আবার নতুন করে উঠে পড়ে লাগতে হবে!"

দুজনে যখন সামনে তাকালো তখন কিন্তু প্রথম সূর্য্যের সেই খরদীপ্ত আগুন আর নেই !!

আকাশে জ্বলছে অরুন্ধতী ।।

আকাশে জ্বলছে কালপুরুষ ।।

★

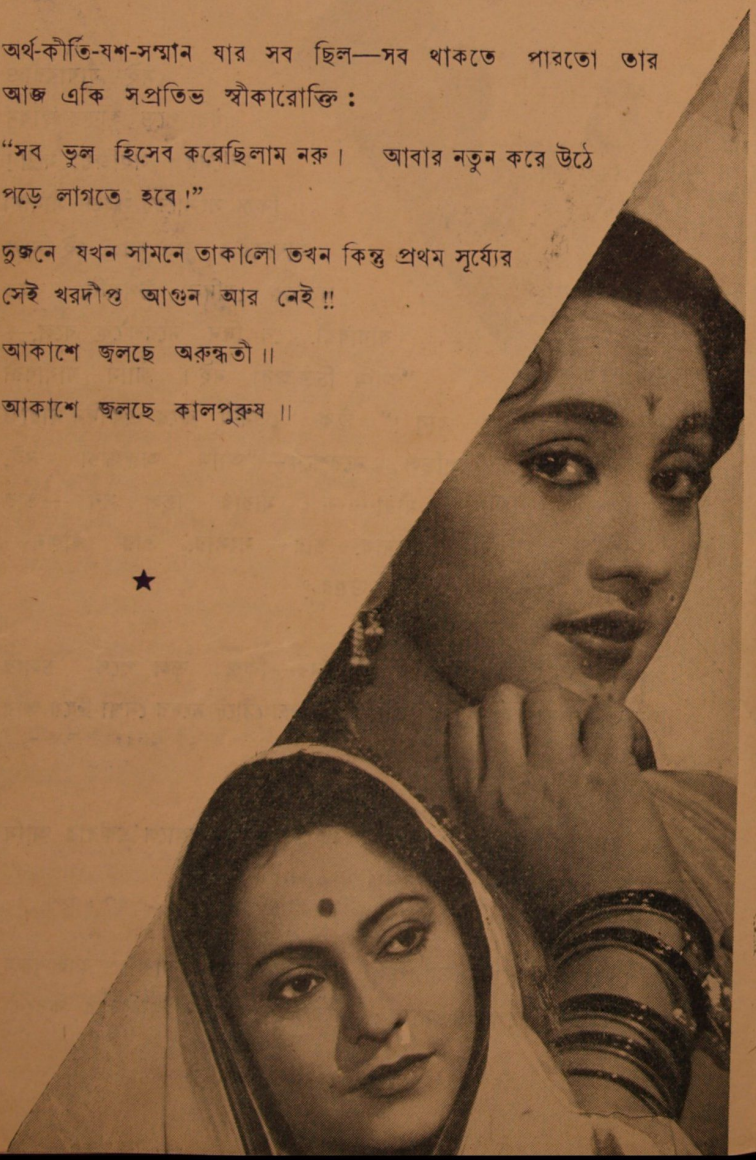

(১)

ছমক্ ছমক্ বলে
লাজুক বাজু বাজে
কোথায় আমার ঘরগো
নিজেই জানি না যে।
ছড়াই প্রাণে প্রাণে
মৌ-মহুয়ার নেশা
কোন্ আলেয়ার আলো
চোখে আমার মেশা
কেউ জানে না জানে না
মরি সে কোন্ লাজে।
ফুল তুলিতে এসে
কাঁটা লাগে হাতে
পথ চলিতে একা
কেউ থাকেনা সাথে।
কেউ জানে না জানে না
থাকি আঁধার মাঝে।
সেই সে পীতম্ আমার
হায়রে কোথায় আছে
জুড়াতে মোর জ্বালা
ঠাঁই পাবো কার কাছে
কেউ দেখে না দেখে না
আমার বঁধুর মাঝে।

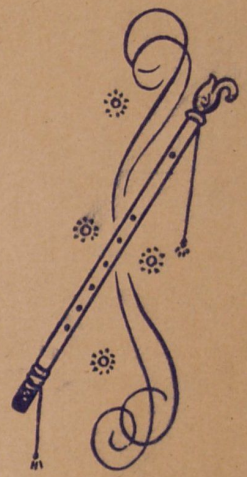

(২)

পান চিরি চিরি কথা কও ধীরি ধীরি
প্রাণের কথা হায় কি বঁধু, উড়িয়ে দেবে আসমানে
হায় গো বল কেমন করে বাঁচবো পরাণে।
উর-র-র
জাতি কি হীন বঁধু, জাতি কি হীন
বঁধুর তরে পান সাজি রাত্রি ও দিন.....হায়
উর-র-র
যে পান আমার শ্যাম ছুঁলে না; মরি অভিমানে
হায় গো বল কেমন করে বাঁচবো পরাণে ।।
হল যে ফাগে বঁধুর অঙ্গ লাল
তুলিতে ফল আমি ভাঙ্গিলাম ডাল
সে ব্যথা কেমনে আমি সহিব
বঁধু সে কি জানে
হায় গো বলো কেমন করে বাঁচবো পরাণে ।।

জি, আর, পিকচার্সের পক্ষ হইতে প্রচার সচিব ধীরেন মল্লিক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং
জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত ।